দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAR. 6 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজুক পরিস্থিতি প্রশ্নে তিন শিক্ষক সংগঠন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ শিক্ষকদের তিনটি সংগঠন আওয়ামী ও বামপন্থী শিক্ষকদের শাপলা ফোরাম, বিএনপি সমর্থক জিয়া পরিষদ এবং জামায়াত সমর্থক গ্রীন ফোরাম ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান নাজুক পরিস্থিতির জন্য মুষ্টিমেয় কতিপয় অসাধু শিক্ষকের নোংরা রাজনীতিতে অবৈধ সুবিধা আদায়ে ছাত্রদের ব্যবহার এবং প্রশাসনের অদক্ষতা, দুর্বলতা ও নিরপেক্ষহীনতাকে দায়ী করিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। গতকাল (শুক্রবার) ইত্তেফাকের সহিত পৃথক সাক্ষাৎকারে উক্ত তিন সংগঠনের পক্ষ হইতে একথা বলা হয়।

শাপলা ফোরামের সভাপতি প্রফেসর এম আলাউদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নাই। তিনি উল্লেখ করেন, ইহা ওপেন সিক্রেট যে, ৬/৭ জন কথিত ক্ষমতাধর অসাধু শিক্ষক দীর্ঘকাল ধরিয়া অবৈধ সুবিধা আদায়ের নোংরা রাজনীতিতে ছাত্রদের ব্যবহার করিয়া প্রভাব খাটানোসহ বিভিন্ন কূটকৌশল ও কু-পরামর্শ দিয়া এ যাবৎ ভিসি পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকেই কার্যতঃ জিম্মি করিয়াছে।

বর্তমানে শিক্ষক সমিতি ও জিয়া পরিষদ সভাপতি ডঃ মোশাররফ হোসেন নাজুক পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়া বলেন, গত ৬ মাস যাবৎ একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক নাই, নাই সিন্ডিকেট। প্রশাসনের চিন্তা-ভাবনা দেখিয়া মনে হয় কল্যাণমূলক কর্মকান্ড তাহারা চাহে না।

গ্রীন ফোরামের সভাপতি আবুল কালাম পাটোয়ারী বলেন, দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে উক্ত অসাধু শিক্ষক গোষ্ঠীর সদস্যদের আসীন রাখায় সকলেই তাহাদের স্বরূপ চিনিয়া গিয়াছে। ফলে এখন কোন সংগঠনই প্রক্টর-ছাত্র উপদেষ্টাদের কথা মানে না।

এ ব্যাপারে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর কায়েস উদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ব্যতিক্রমী সমস্যা রহিয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে সেসবের সমাধান হইতেছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ভিসি প্রশাসনের মূল চালিকা-শক্তি একথা ঠিক। তবে সকল শাখায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের যদি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা না থাকে তাহা হইলে কিভাবে পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব?